# সি এস সি ১১ এর স্যামপ্ল স্পেসের কিছু আজব মানুষ

**হীরা ভাই একটা মাল**

সব ডিপাটমেন্টে ফাস্ট কেউ না কেউ থাকে । আর আমাদের আছে হীরা ভাই । অ্যাডমিশন টেস্টের রেস্লাট দিয়েছে । সদ্য বুয়েটের সিল লাগা এই বুয়েটিয়ান এর মন খারাপ । সে ঘোষণা দিল অ্যাডমিশন টেস্টে ফাস্ট হয়নি ত কি হয়ছে সে এবার ডিপাট্মেন্টে ফাস্ট হয়ে দেখাবে । এর পর থেকে প্রতি টামে হীরা ভাই তামিম এর মত সুইং , রিভাস সুইং , স্পিং টানিং উইকেটে প্রতি টার্মে দুর্দর্শ সব বোলারের বলে ফোর কিংবা ছক্কা পিটিয়ে আসছেন যেখানে সিগ্নেল নিতে বাকি দের হাফ ছুটে যায় । অফলাইন অনলাইনে বোনাস পাওয়া ভাইকে নিয়ে অনেক কথা লিখে শেষ করা করা যাবে না । কিছু দিনের মধ্যে হীরা ভাই তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ডিপান্টেমেন্ট টিচার হিসাবে পদ ধূলি দিবেন । তাই জুনিয়র দের জন্য একটা সদুপদেশ হীরা ভাইয়ের ক্লাসে বেশি পাক নামো করো না । তার কাছ থেকে এমন জিনিস কন্সেপ্ট শিখতে পারবা যেটা ৪-৫ বই এও খুজে পাবা না ।

**ড্রপ বক্সের সাথি / চোথা ভালোবাসি**

১৬০ + সিটি এবং ৪০ টা টাম ফাইনাল । একজন বুয়েটিয়ান এর জীবনের রান টাইম লগ ফাটকর কমিয়ে দেওয়া জন্য যথেষ্ট । সিটি / টাম ফাইনাল এর আগের রাত অথচ দরকারী চোথা , বইয়ের পিডি এফ , সিলেবাস , এক্সসাইজ এর সুলশন এর হাহাকার নাই এইটা অস্বাভাবিক । কিন্তু আমাদের ১১ ব্যাচ এইটাই হত । কারণ এই গুলা সবার কথা চিন্তা করে কিং নাড নাভেদ ড্রপবক্সে প্রয়োজনীয় জিনিস আর ওয়াডার ওম্যান পুনম তার ক্লাস লেকচার অনেকে আগেই গ্রপে সুন্দর মত আপ্লোড দিয়ে দিয়েছে। সবার কথা জানি না আমার কথা বলতে পারি ফেল করার মত সাব্জেক্টে বেশ ভাল ভাবে পার করতে পেরেছি । এদের মত মেন্টালির মানুষ না থাকলে আমাদের জন্য ব্যাপাটা হত অনেকটা নোট প্যাড দিয়ে কোড লিখার মত । কোড রান ত দূরে থাক । কম্পাইলার সিন্টেক ট্রি ই তৈরী করতে পারত না ।

**আউলার-৩৪২ সি এস ই এর কমেন্ট সেকশনের ক্লাস রুমঃ**

অফলাইন সবামিশনের শেষ কালো রাত অথবা সকালের টার্ম ফাইনালের ভয়াভহ আতকং থেকে মুক্তি থেকে পেতে সবাই ভীড় করে আছে এই রুমে । সবাইকে নিয়ামূল কবির নামের এই অন্তর্মুখী ছেলেটি তাদের শেষ ভরসা ম্যাচ । ডিস্কিট থেকে ডি ই পিটী , অ্যাল্গো থেকে ফুরিরয়ার , এ আই থেকে কম্পাইলের কঠিন সব জিনিস ১০-২০ মিনিটে সবাই কে পড়িয়ে দেয় এই ছেলেটি । এই সময় নিয়ামূলের মত হাই সিজি এর ছেলেরা নিজের পড়া জিনিস গুলো আবার রিভিশ্ দেবার চেস্টা করে । নিয়ামূল এই সময়টি ব্যয় করে তার রূমে থাকা সবাইকে বিভিন্ন থিওরী বুঝিয়ে ।

**প্রোগামিং কন্টেস্ট**

নিয়মিত অনিয়মিত ছিলাম । যারা নিয়মিত করে তাদের কাছে অনেক আবেগের একটা জায়গা । অনেক কঠিন সব প্রবলেমের সহজ সল্যুশন বের করা , অনেক ট্রিকি কেস হ্যান্ডেল করা ,বহু রং আস্নার খাবার পরে টাইম লিমিট খাবার পরে কোড অ্যাক্সপ্টড করা তা অনেকটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স । অনেকের অসাধারন সিনিয়র জুনিয়র প্রবলেম সল্ভার দের সাথ ঘ্নিস্ট পরিচয় হয়েছে এই কন্তেস্ট করতে গিয়ে। অম্লান জ্ঝুবায়ের এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি । বলতে অস্বীকার নেই প্রায়ই হালকার ঈর্ষা অনুভূতি হয় এদের কে দেখে । যখনে তার অসাম ভাবে গভীরভাবে চিন্তা করে প্রব্লেম গুলা এলিগ্নেট সুলশন বের করে ।

**বাদারহূড**

অনিক্স , তাহসিন , ওয়াসিফ ,আকাশ ,মাসুদ , নাফিস , অঙ্কন , বিভর , মাসুদ ,শাবাব আর আমি । এই হল ব্রাদারহূডের মেম্বার । পাবলিক ডিমান্ডে এদের একটা শাখাও খুলা হয় তাদের জন্য যারা ব্রাদারহুড নেই কিন্তু অনেক আগ্রহী “নেয়বারহুড”( নামটা এসেছিল কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল নেয়বারহুড পড়ানোর সময় ) । অনেক অনেক টূর দেওয়া , বহু পাহাড় ঝনা দেখা হয়েছে এদের সাথে । এদের সম্পকে একটা কথা বলি সবাই আলাদা চিন্তা মানসিকতা মনভাব । যেমন অনিক্স হল ব্রাদারহুদের গাডিয়ান , তাহসিন দ্যা কুল ক্যাম অ্যান্ড কালেক্টড , অংকন অরাউন্ডার , যা করে করে মন থেকে করে , আকাশ দ্যা লাজুক লাভলি ফেয়ার গাই , ওয়াসিফ দ্যা পাফেকশনিস্ট , শাবাব দ্যা গাই উইট লট অফ হিমার আর মাসুদ ইজ দ্যা ওয়ান উইত ফোরটিকে ।

***মেয়েদের কালো খালু***

নাভেদের কথা বলতে গিয়ে তার জানের দোস্ত ডি সি সি ক্লাবের প্রসিডেন্ট ফারামী মাহমুদের কথা চলে আসে ।

JSP বাবা ফারাবী এর (কু)কীর্তি স্টাকে এ রাখলে তা মেমরিতে আটবে না । একটা কীর্তি এর কথা বলি সে কিন্তু অতিরিক্ত সিজি এর অধিকারী এবং তার ইন-ক্যাপসুলেটেড বিবাহিত জীবন নিয়ে অনেক হতাশ ।

অনেকের কথা লিখার ইচ্ছা ছিল । সবার কথা লিখার সম্ভব না । ওয়াসিফুর রহমান এরশাদ ( ওরফে ডাটাবাবা) ক্লাসে আসত না , তাকে মিস করতাম । একদম শেষ দিকে এসে ফাহিদ ,সবুজ , মিশকাত , অথী ,রুদ্র, নাফিস এদের সাথে পরিচিয় হবার মনে হয়ছিল ইশ আগে কেন এদের সাথে পরিচিত হলাম না । বুয়েট লাইফ শেষ হয় যাবে । অ্যাকাডেমিক থিসিস আরো অনেক কিছুর প্রেশারে বারবার সিদ্ধ হতে আপতি নেই , কিন্তু এসব মানুষ দের ছাড়া থাকতে আপতি আছে ।